দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 APR 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

38

বা.কৃ.বি'তে সেশন জট ॥ ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশ

কৃষি শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হওয়া সত্ত্বেও সেশন জট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ১৬ ডিসেম্বর '৯৫ বিজয় দিবসের রাতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সঙ্গে ছাত্র শিবিরের সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর '৯৫ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা থাকলেও উক্ত ছুটি বর্ধিত করে ১০ জানুয়ারি '৯৬। অবশেষে ২৯ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর মাত্র ৫-৬ দিন ক্লাস হওয়ার পর আবার অসহযোগের ফলে গত মার্চ মাসে ক্লাস হয়নি। চলতি মাসে বাকসুর জিএস সামসুল আলম তাফাকে গ্রেফতার করার পর ৩ এপ্রিল ও ৭ এপ্রিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহ্বানে পূর্ণ দিবস ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম সম্পূর্ণ স্থগিত হয়ে পড়েছে। ক্যাম্পাসে সভা, মিছিল, মিটিং, মাইকিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকলেও কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মিছিল, মাইকিং, মিটিং অবাধে হচ্ছে। তাছাড়া বছরে রয়েছে ৩-৪টি ব্যাচ। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামীতে বছরে ব্যাচের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। সেশন জটের ফলে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অবশ্য সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সেশন জট বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনকে দায়ী করেছে।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
৩৪২/ডি, হোঃ শঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী হল
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।